সংবাদ

তারিখ ... 14 FEB 2005

পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে খাতার ব্যবসা, ড্রেস ক্রয় বাধ্যতামূলক অভিভাবক মহল জিম্মি

এ.কিউ.এম মাহফুজ উল্লা (বাচ্চু)
২২১ উত্তর মাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭

ঢাকার রাজধানীতে একশ্রেণীর বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করিয়ে নিজেরা যেন বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন কর্তৃপক্ষের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। প্রতি বছর তাদের নিজের বানানো আইনের বোঝা একের পর এক চাপিয়ে দিচ্ছে। নেয়া নেয়া হচ্ছে সেশন চার্জ- তাতে থাকে দালান উন্নয়ন, বিদ্যুৎ পানি, মিলাদ, পুনরায় ভর্তি, অগ্রীম বেতন। কিন্ডার গার্টেনগুলোতে একটি প্লে-গ্রুপ বাচ্চার ভর্তি বাবদ ২৫০০/২৬০০ টাকা। বেসরকারি স্কুলে ৪০০/৫০০ টাকা- তাদের বিদ্যালয়ের মনোগ্রাম সমেত খাতা, ড্রেস বাবদ ৩০০ টাকা ইত্যাদি। কিন্ডার গার্টেনগুলোতে একই অবস্থা।

অভিভাবকদের ভর্তি সমস্যা তারপর বিদ্যালয়ের নিয়ম বহির্ভূত খাতা ও ড্রেস বাধ্যতামূলক প্রকৃত অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ে রূপান্তর করেছে। আমরা যখন লেখা-পড়া করেছি তখন নিয়ম ছিল না। বাহির থেকে দিস্তা কাগজ কিনে পেন্সিল অথবা দেড়/ দুই টাকা দামের কলমের কালি দিয়ে লিখেছি তাছাড়া শিক্ষার মান ছিল মান সম্মত। সময়ের বিবর্তনে সব হারায় কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক অসমর্থবান অভিভাবকরা তাদের জিম্মি দশা থেকে কবে মুক্তি পাবে, কবে অবসান হবে এ ঘুনে খাওয়া শিক্ষা ব্যবসার। মনে হয় বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন প্রকার নির্দেশনামা নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীরব যেন 'দেখা হয়নি চক্ষু মেলিয়া'। এছাড়া দেখা যায়, বাস্তবে ১০০/১৫০ টাকায় খাতা ও ৩০০ টাকার ড্রেস ১৫০ টাকায় বানানো যায়। তাছাড়া কোমলমতি শিশুরা খাতায় আঁকা-ঝোঁকা করলে খাতা বাদ, আবার কিনতে হবে। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খাতা বা ড্রেস বাধ্যতামূলক নয়। সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেউ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাবতে পারবে না। সম্প্রতি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট এ রায় দিয়েছেন।

তাই প্রশ্ন- সরকারি প্রজ্ঞাপনে নির্দেশ আছে কি? বিদ্যালয়ের খাতা, ড্রেস, বই ইত্যাদি কেনা বাধ্যতামূলক। জনগণ জিম্মি দশা থেকে মুক্তি চায়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।